রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ৩০, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/৩০ নভেম্বর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.৩০৬—দেশের খ্যাতিমান তারকা ফুটবলার, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সহ-সভাপতি ও ক্রীড়া সংগঠক জনাব বাদল রায় গত ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

২। জনাব বাদল রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ২৩ নভেম্বর ২০২০

দেশের খ্যাতিমান তারকা ফুটবলার, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সহ-সভাপতি ও ক্রীড়া সংগঠক জনাব বাদল রায় গত ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

জনাব বাদল রায় ১৯৫৭ সালে ০৪ জুলাই কুমিল্লার দাউদকান্দিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি ফুটবল খেলার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। একজন চৌকশ ফুটবলার হিসাবে ১৯৭৪ সালে কুমিল্লা দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগে সিএন্ডবি, ১৯৭৫ সালে ইয়ংম্যান স্পোর্টিং, ১৯৭৬ সালে প্রথম বিভাগে ইয়ংম্যান সোসাইটি এবং ১৯৭৭ সালে আঞ্চলিক সুতাকল-এর হয়ে ফুটবল খেলেন। জনাব বাদল রায় ১৯৭৭ সালে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে যোগদানের মধ্য দিয়ে ঢাকার মাঠে একজন পেশাদার ফুটবলার হিসাবে যাত্রা শুরু করেন এবং ঐ বছরই আগা খান গোল্ডকাপ ফুটবলে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে প্রথম ম্যাচ খেলেন। তিনি ১৯৮১ এবং ১৯৮৬ সালে মোহামেডানের অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত ক্লাবের অধিনায়ক ও খেলোয়াড় হিসাবে পাঁচটি শিরোপা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন পারদর্শী এই ফুটবলার।

জনাব বাদল রায় ১৯৮১ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একজন খেলোয়াড় হিসাবে বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯৮২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে তাঁর গোলেই মালয়েশিয়াকে হারিয়ে প্রথম জয় পায় বাংলাদেশ।

একজন সফল ফুটবলার হিসাবে জনাব বাদল রায় ১৯৯০ সালে অবসর গ্রহণের পর সংগঠক হিসেবে নিজেকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। নিজের ক্লাব মোহামেডানের ম্যানেজার ও পরিচালক হিসাবে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন তিনি। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে ১৯৯৬ সাল থেকে সম্পৃক্ত ছিলেন বাদল রায়। তিনি দুই মেয়াদে যগ্ম সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া, ২০০৮ সাল থেকে দীর্ঘ সময় তিনি উক্ত ফেডারেশনের সহ-সভাপতি পদে দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ)-এর সহ-সভাপতি ছাড়াও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জনাব বাদল রায় খেলোয়াড় জীবন থেকেই ছিলেন একজন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। তিনি ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে ডাকসু'র ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং ১৯৯১ সালে কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া, তিনি দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের ক্রীড়া কমিটির সহ-সম্পাদক পদে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিজীবনে জনাব বাদল রায় ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী, পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল একজন মানুষ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। ২০১৭ সালে জনাব বাদল রায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে অসুস্থ হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে পাঠান।

জনাব বাদল রায়ের মৃত্যুতে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হল। জাতি এক নিবেদিত প্রাণ ক্রীড়া-সংগঠককে হারাল। মন্ত্রিসভা জনাব বাদল রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd